বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

কার্যবিবরণী

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সিটিজেন চার্টারে সংযোজিত নাগরিক সেবা প্রদান বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা ১২/১০/২০২১ তারিখ সকাল ১১ টায় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায় জাদুঘরের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন (তালিকা পরিশিষ্ট-ক)। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি।

সভাপতি আমন্ত্রিত অতিথিদের মতবিনিময় সভায় স্বাগত জানিয়ে বলেন, দেশের বিশিষ্টজনদের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা জাদুঘর ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর রূপান্তর লাভ করে। জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তর প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি ঐতিহ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতাও অনেকগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নাগরিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ করে সভাপতি বলেন, নাগরিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাদুঘর যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমাদের ধারণা সবসময় সঠিক নাও হতে পারে। এজন্য আজ আমরা আপনাদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছি। আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আগামী দিনগুলিতে নাগরিক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উৎসাহ যোগাবে। এরপর সভাপতি উপস্থিত অতিথিদের মতামত তুলে ধরার অনুরোধ জানান। সভাপতির আহ্বানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্য থেকে নিম্নবর্ণিত অতিথিবর্গ তাদের মতামত তুলে ধরেন।

ক্রমিক নং	সেবাগ্রহীতার নাম/ ঠিকানা	মতামত	সভাপতির বক্তব্য
১	শুভাষিশ ভৌমিক, গণমাধ্যম কর্মী ফ্ল্যাট এ/৫, প্লট- ১৫, সড়ক-৯,রূপনগর, আবাসিক এলাকা।	শিক্ষার্থী এবং শিশু কিশোরদের জাদুঘর পরিদর্শনের জন্য গাড়ি সরবরাহ করার অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, টেকনাফ কিংবা তেঁতুলিয়ার কলিমুদ্দিন আজো জানে না জাদুঘর কী, তাদের জন্য ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর চালুর ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান।	সভাপতি বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল বাস ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বাস চালু ছিল। পুরাতন হওয়ায় বাসটি বিক্রি করা হয়েছে। তবে ১টি নতুন বাস কেনার প্রক্রিয়া চলছে।
২	জনাব গোলাম ইয়াছিন সাংবাদিক, দেশ রূপান্তর, ঢাকা।	জাদুঘরকে প্রাণবন্ত করতে নতুন নতুন নিদর্শন দিয়ে সাজিয়ে মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	মহাপরিচালক বলেন, জাদুঘরের ওয়েবসাইট নিয়মিত নতুন নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়। প্রয়োজনে মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে।
৩	জনাব রুপশ্রী চক্রবর্তী শিশু সংগঠক ও শিল্পী ঢাকা।	জাদুঘর পরিদর্শন করে দর্শক ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে কিন্তু এখানে মানসম্মত কোন ক্যান্টিন নেই। তিনি ক্যান্টিন উন্নত করার অনুরোধ জানান।	সভাপতি বলেন, যে কোন খাবার পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব বাড়ায়। এজন্য জাদুঘরে খাবার নিরুৎসাহিত করা হয়। তবে, হালকা ধরনের খাবার ও শুকনা ধরনের খাবারের ব্যবস্থা আছে।
৪	হামিদ কায়সার লেখক, গুলশান, ঢাকা	জাদুঘরে গবেষণার কাজে লেখকদের লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার অনুরোধ করেন। এছাড়াও, তিনি জাদুঘরের ওপর বুকলেট তৈরি করে বিনা পয়সায় সরবরাহ করতে অনুরোধ করেন। দর্শনার্থী জাদুঘর পরির্দশন চলে গেলেও বুকলেটটি স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করতে পারবে।	সভাপতি বলেন, জাদুঘর লাইব্রেরি গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত। এটি ব্যবহারের জন্য তাদের আবেদন করতে হবে। বুকলেট সম্পর্কে বলেন, পূর্বে মুদ্রিত বুকলেট শেষ হয়েছে, নতুন করে মুদ্রণের কাজ চলছে।

৫	ইকবাল খোরশেদ আবৃত্তি শিল্পী বাড়ি-১৯/সি, সড়ক-১, ধানমন্ডি, ঢাকা।	তিনি জাদুঘরের নিদর্শন ছুঁয়ে দেখার সুযোগ দেয়ার অনুরোধ করেন, এছাড়াও মুন্সিগঞ্জে অবস্থিত ইদ্রাকপুর দুর্গে গাইড সেবা বৃদ্ধির অনুরোধ করেন।	সভাপতি বলেন, নিদর্শন সবাই স্পর্শ করলে এর রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা হবে। তবে, কিছু কিছু নিদর্শন ছুয়ে দেখার সুযোগ রয়েছে। ইদ্রাকপুর দুর্গ সম্পর্কে তিনি বলেন, দুর্গটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের, এ বিষয়ে জাতীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নেই।
৬	আশিকুর রহমান ভুলু সংগঠক, মুকুলফৌজ, মিরপুর, ঢাকা।	তিনি শিশুদের মাঝে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজনের অনুরোধ জানান।	সভাপতি বলেন, বিভিন্ন জাতীয় দিবসে শিশুদের নিয়ে সুন্দর হাতের লেখা, চিত্রাঙ্কন, রচনা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ ধরনের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে।
৭	মো. আতাউর রহমান সহযোগী অধ্যাপক আর কে চৌধুরী কলেজ, সায়েদাবাদ, ঢাকা।	জাদুঘরের উপর প্রত্যেক ক্লাসের পাঠ্য পুস্তকে তাদের উপযোগী বিশেষ নিবন্ধ সংযোজনের অনুরোধ করেন।	সভাপতি বলেন, বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত।
৮	ড. খন্দকার তাজমীনূর বিভাগীয় প্রধান বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ধানমন্ডি, ঢাকা।	জাদুঘরে ছবি তোলার বিষয়ে প্রতিবদ্ধকতা তৈরি করা হয়। বিষয়টি সহজীকরণের অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি রিডিং কর্ণারে তথ্য বৃদ্ধির অনুরোধ করেন।	সভাপতি বলেন, জাদুঘর ম্যানুয়াল অনুযায়ী ছবি তোলার বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হয়। অংশীজনদের মতামত নিয়ে ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন রিডিং রুমের তথ্য বাড়ানো হবে।
৯	মো. খায়রুল আলম রাজনীতিবিদ	বাংলাদেশের নৌকা নিয়ে ডকুমেন্টরী তৈরির অনুরোধ করেন।	সভাপতি এ বিষয়ে ভেবে দেখার আশ্বাস দেন।

আর কোন আলোচক না থাকায় সভাপতি আগামী দিনগুলিতে জাদুঘরের কর্মকান্ডে সকলের সানুগ্রহ অংশগ্রহণ কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

স্মারক নম্বর: ৪৩.২২.০০০০.০১২.০২.০২১.১৭.১৫০৭ (৩০)

তারিখ: ০২ নভেম্বর ২০২১

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য

১) [illegible] বিভাগ/শাখা প্রদান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।
২) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।
৩) সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

ড. শিহাব শাহরিয়ার
কীপার, জনশিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর